PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-2, Nov 2021

ভারতের কৃষি নীতির একটি পর্যালোচনা

প্রলয় কুণ্ড [1]*

[1]* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রঘুনাথপুর কলেজ, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ

কৃষিক্ষেত্র এখনও ভারতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষি উৎপাদনশীলতার ওপর এখনও শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা নির্ভর করে। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নীতি গ্রহন করেছে। এই আলোচনাই আমরা স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত মুল কৃষিনীতি গুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো এবং পরিশেষে এর ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতার কি পরিবর্তন তা জানার চেষ্টা করবো।

সুচনা

কৃষি নীতি হলো, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনসমূহের সমষ্টি। কোন দেশের সরকার এই নীতি গুলিকে হাতিয়ার করে শুধুমাত্র কৃষির বৃদ্ধি নয় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সম্পদের সুষম বন্টন জীবনযাত্রার উপযুক্ত মানোন্নয়নের চেষ্টা করে । এই হাতিয়ারকে অবলম্বন করে কোন দেশের সরকার সেই দেশে কৃষির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।এই কৃষিকে নিয়ন্ত্রন করা হয় কৃষি নীতির মাধ্যমে। জাতিকে খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি কৃষি শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে, সঞ্চয় সৃষ্টি করে, শিল্পপণ্যের বাজারে চাহিদা তৈরি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কৃষি উন্নয়ন সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতে, স্বাধীনতার সময় কৃষি ছিল জাতীয় আয় এবং পেশার প্রধান উৎস এবং কৃষি সহযোগী কার্যকলাপগুলি ভারতের জাতীয় আয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ অবদান রেখেছিল। মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল। এগুলি থেকে বলা যায় যে স্বাধীনতার সময় ভারতীয় অর্থনীতি একটি পশ্চাদপদ এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর, মোট জাতীয় আয়ে কৃষির অংশ ১৯৫০ সালের ৫০ শতাংশ থেকে ২০২১-২২ সালে ১৮ (Economic Survey 2021- 22, GoI) শতাংশে নেমে আসে। কিন্তু আজও ৪০ শতাংশের বেশি শ্রমশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। এতদসত্ত্বেও, কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হোল সামগ্রিক অর্থনীতি যথেষ্ট পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি ক্ষেত্রের প্রভাবশালী ভুমিকা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত কৃষিতে অনেক উন্নতি করেছে। ভারতীয় কৃষি, যা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আগে বছরে প্রায় ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বার্ষিক প্রায় ২.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এলাকা সম্প্রসারণই ছিল প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস তারপরে কৃষি উৎপাদনের অধীনে বর্ধিত ভূমির অবদান সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পেয়েছে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। কৃষিতে অগ্রগতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করেছে। ভারতীয় কৃষি শুধু উৎপাদন ও ফলনের ক্ষেত্রেই অগ্রসর হয়েছে তা নয়, কাঠামোগত পরিবর্তনেও অবদান রেখেছে। আর

ভারতীয় কৃষির উন্নয়নে অবদান রয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটিহল ভূমি সংস্কার, উৎপাদকদের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি মূল্য কমিশনের উদ্বোধন, নুতন কৃষি কৌশল, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং সম্প্রসারণ পরিষেবা, ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নতি। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, ডব্লিউটিও পরবর্তী সময়ে কৃষির অবস্থা প্রতিকূল হয়ে ওঠে। সব ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২.৯৩ শতাংশ থেকে ১.৫৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এখানে আমরা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত মূল কৃষিনীতি গুলির সংক্ষিপ্ত আলচনা করব এবং এই নীতির পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে তা তথ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম । কৃষিরএই অধিক গুরুত্বের কারণগুলি হোল ১) গ্রামীণ পরিবারের ৫৮% এরও বেশি পরিবার তাদের জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে (GoI 2018)২) মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১৮ % আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে ৩) প্রাথমিক ক্ষেত্র ২০১৬-১৭ সালে মোট মূল্য সংযোজন (GVA) এর প্রায় ২০% অবদান রেখেছে। ৪) Agricultural Statistics at a Galnce (2012)-এ প্রকাশ করা হয়েছে, ভারত বিশ্বের অনেক খাদ্য শস্য(যেমন ডাল, প্রধান মশলা, দুধ, অনেক তাজা ফল এবং শাকসবজি, তাজা মাংস)এবং নগদ শস্যের (যেমন আঁশযুক্ত ফসল যেমন পাট, তুলা ইত্যাদির) বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদক। ওই একই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে ভারত গম এবং চাল, দানা শস্য, রেপসিড, তামাক, ডিম, ইত্যাদির অন্যতম বৃহত্তম উৎপাদক। ৫) World Trade Statistical Review (2017) রিপোর্ট আনুয়ায়ী ভারত কৃষি পণ্যের নবম শীর্ষ রপ্তানিকারক, দুধের বৃহত্তম উৎপাদক এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল উৎপাদনকারী এবং কৃষি রপ্তানি দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১০% গঠন করে। এত গুরুত্ব সত্তেও স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের কৃষি নীতির একটি সসুসংহত, বিস্তৃত এবং একত্রিত আলোচনার অনুপস্থিতি এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে । সর্বোপরি নতুন কৃষি নীতি ২০২০, ভারতীয় সংসদে পাস হওয়া এবং তার বিরোধিতায় দীর্ঘ এক বছর ধরে কৃষিজীবীদের আন্দোলন সরকারকে বাধ্য করে সেই আইন রদ করতে যা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে পুনরায় কৃষি নীতি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কে চোখে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এখানে আমরা ভারতের কৃষি নীতির বিবর্তনের আলোচনার একটি প্রয়াস করব, যেখানে ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে কি কি কৃষি নীতি গৃহীত হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

আলোচনা প্রদ্ধতি

এখানে আমরা কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকারী নীতিগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। ভারতীয় কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য, স্বাধীনতার পর থেকে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কৃষি নীতি গুলিকে আমরা মূলত চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথম পর্যায়টি ১৯৪৭ থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত,

দ্বিতীয় ধাপটি ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বিবেচিত, তৃতীয় ধাপটি ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সময়কাল অন্তর্ভুক্ত, এবং চতুর্থ ধাপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৯৯১/৯২ এর পর থেকে বর্তমান সময়কাল।

প্রথম পর্যায়

স্বাধীন ভারত ব্রিটিশদের কাছ থেকে একটি নিষ্পেষিত শোষিত কৃষি অর্থনীতি উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছিল।ব্রিটিশদের কৃষিনীতির মূল বিষয় ছিল কিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে তাদের দেশের শিল্পের জন্য সস্তায় সর্বাধিক কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই তারা জমিদারি ব্যবস্থা, মহলওয়ারি ব্যবস্থা, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা ইত্যাদির সুচনা করে। এই নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ব্রিটিশদের মুনাফা সর্বাধিকরণ করা যায়। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলির মূল লক্ষ্য ছিল এমন কৃষিনীতি গ্রহণ করা যাতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যায়। এছাড়া দেশভাগের ফলে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিস্থাপিত হয়ে ভারতে এসেছে কিভাবে তাদের অন্য এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। Oskam et. Al (২০১১) যথাযথভাবে মন্তব্য করেন যে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয়লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃষি নীতিগুলিরগুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, এটি আরও বোধগম্য কারণ কৃষি নীতি প্রণয়ন অত্যন্ত জটিল। সুতরাং, ভারতে কৃষির অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য নীতি প্রণয়নের গতিশীলতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস এর নেতৃত্বে ১৯৪৭ এ The Food Grains Policy Committee তৈরি করা হয়। এটি ভারতে খাদ্য বিতরণের দিকগুলি অধ্যয়ন করার জন্য গঠিত হয়েছিল। এটি ধীরে ধীরে খাদ্যদ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার পরামর্শ দেয়। কমিটি বেশ জোর দিয়ে পর্যায়ক্রমে খাদ্যশস্যের চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ অপসারণের সুপারিশ করেছিল।এছাড়া এই সময়ে গঠিত কৃষি সংক্রান্ত অন্য কমিটি গুলি হল মৈত্র কমিটি (১৯৫০), মেহতা কমিটি (১৯৫৭), ভেঙ্কটাপ্পাইয়া কমিটি (১৯৬৬)। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিরই ভারতে কৃষিনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।এই কমিটিগুলির মধ্যে একটি সাধারণ সুর ছিল যে খাদ্য উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা এবং সুষম বন্টন।এই সময়ে গৃহীত কৃষি নীতি গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো পঞ্চাশের দশকে গৃহীত ভূমি সংস্কার আইন। স্বাধীনতার পরপরই শ্রী জে সি কুমারাপ্পা এর সভাপতিত্বে জমির সমস্যা দেখার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল। কুমারাপ্পা কমিটির রিপোর্টে ব্যাপক কৃষি সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল। কুমারাপ্পা কমিটি (জোশী, ১৯৮৭) কৃষির সমস্যা গুলি চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের কথা বলেছিল। যে সমস্যাগুলো তারা দেখেছিল সেগুলি হল-

১. জমি গুটিকয়েক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং সেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের বিস্তার ছিল।
২. প্রজাস্বত্ব চুক্তিগুলি ছিল দখলমূলক এবং শোষণমূলক প্রকৃতির।
৩. জমির রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল যা অনেক মামলার জন্ম দেয়।

Thorner and Thorner (১৯৬১), ভারতের কৃষি কাঠামোর বিশ্লেষণে, প্রাক স্বাধীনতার কাঠামোকে আইনি, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের বহুস্তরীয় কাঠামো হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা অত্যন্ত জটিল এবং এটি কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন দক্ষতাকে টেনে এনেছে। জোশী, (১৯৭৫,১৯৮৭); লাদেজিনস্কি, (১৯৭৭) তাদের পর্যালোচনায় বলেছেন পরাধীন ভারতে কৃষক এবং জমিদারদের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ

মধ্যযুগীয় একদিকে জমিদাররা নিজেদের প্রভু হিসেবে বিবেচনা করত এবং তারা কৃষকদের দাসদের মতো ব্যবহার করত।তাই প্রথম ভারতীয় সংসদের সামনে প্রথম কাজটি ছিল ভূমি নীতির সমাধান করা। কারণ ভারতে একটি ঘনবসতিপূর্ণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি রয়েছে, প্রায় সমস্ত অন্যান্য উন্নয়নমূলক উদ্যোগেও জমি একটি কেন্দ্রীয় এবং একটি জটিল সমস্যা হিসেবে জড়িত ছিল, কারণ এটি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপায় নয় বরং সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার মূল নীতিগুলি ছিল:

(1)মধ্যস্থতাকারীদের বিলুপ্তি (2)প্রজাস্বত্বের সংস্কার; (3) জমির উপর সিলিং বা জমির সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ এবং (4) জমির একত্রীকরণ। এগুলো পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হয়েছিল। 1960 সাল নাগাদ, মধ্যস্থতাকারীদের বিলুপ্তির আইনি প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এটি ছিল ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সফল উপাদান। প্রজাস্বত্ব সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত চাষীকে প্রদত্ত প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা দেওয়া হয়, এবং জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এর ফলে সরকার জমিদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির অতিরিক্ত অধিগ্রহণ করে এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এই ভূমিকা পালনের জন্য ভারত সরকার স্বাধীনতার পরপরই একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া এই পর্যায়ে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কৃষি সংক্রান্ত নীতি গুলি হল-

১) Intensive Agriculture District Programme (IADP - 1960) 1950-এর দশকে কৃষি বৃদ্ধির স্বল্প হার সরকারের জন্য একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় ছিল। এই পরিস্থিতিতে, ভারত সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন দ্বারা স্পনসর করা কৃষি বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যাতে ভারতীয় কৃষি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যায় এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়। এই দলটির সুপারিশের ভিত্তিতে একটি সর্বাত্মক জরুরী খাদ্য উৎপাদন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় যা IADP হিসাবে পরিচিত । এই প্রকল্পের অধীনে প্রথমে কিছু জেলা কে চিহ্নিত করা হয় যেখানে সেচের সুব্যবস্থা আছে, কৃষি পরিকাঠামো উন্নত, কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা যায় এবং এই উপাদান গুলির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই অঞ্চলে কিভাবে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তার চেষ্টা করা হয়। এটি মূলত সবুজ বিপ্লবের প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে ধরা যেতে পারে। IADP ছিল পরীক্ষামূলক কর্মসূচি যা কৃষি উন্নয়নে ব্যাপকভাবে গ্রহণের জন্য নতুন উদ্ভাবন, নতুন ধারণা এবং পদ্ধতির বিকাশকে সহজতর করে।

২) 1963 সালে Agricultural Refinance Corporation (ARC) স্থাপন করা হয়।এটি একটি পুনঃঅর্থায়ন সংস্থা হিসাবে শুরু হয়েছিল। এটির মূল লক্ষ্য ছিল কৃষির প্রয়োজনে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা।

৩) 1965 সালে The Commission for Agricultural Costs and Prices গঠন করা হয়।কমিশন ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (MSPs) সুপারিশ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল MSP-র মাধ্যমে কৃষকদের বাজারের দামের অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে এবং তারা যদি দামের নিশ্চয়তা পায় তাহলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিত হবে যা সম্যকভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে, এবং

৪) 1965 সালে The Food Corporation of India গঠন করা হয়।এফসিআই গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল

- কৃষি দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্যকে কার্যকর করতে সহায়তা করা
- পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে সারাদেশে খাদ্যশস্য বিতরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্যের যথাযথ মজুদ ভান্ডার তৈরি করা এবং
- উপযুক্ত মূল্যে ভোক্তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়

ভারতীয় কৃষিতে দ্বিতীয় পর্যায়টি 1960 এর দশকের মাঝামাঝি নতুন কৃষি কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে গৃহীত কৃষি নীতি গুলি ভারতীয় কৃষির পরিকাঠামোর আংশিক পরিবর্তনে সক্ষম হলেও কৃষির বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নি। ভারত বর্ষ এখনো পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের জন্য বিদেশীর উপর নির্ভরশীল ছিল ১965 সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় খাদ্যদ্রব্যের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা শুধু ভারতীয় অর্থনীতি নয় ভারতীয় সমর নীতির উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। তাই এই থেকে সময় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কিভাবে ভারতকে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করা যায়।সেই উদ্দেশ্যে1964— 1965 সালে Intensive Agriculture Area Programme (IAAP)গৃহীত হয়। IAAP-র মাধ্যমে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে যেসব স্থানের উৎপাদনশীলতা বেশি সেগুলিকে নির্বাচন করে সেখানে ধান গম মিলেট তুলা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়। দেশের মোট চাষযোগ্য জমি কুড়ি শতাংশ এই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা হয়েছিল।আসলে এই নীতি ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লব এর প্রশস্ত করে দেয়।

1966— 1969 সালের মধ্যে ভারতীয় কৃষিনীতির দুটি যুগান্তকারী নীতি গৃহীত হয়েছিল। সেগুলি হোল New Agriculture Strategy (Green Revolution) এবং High Yielding Variety Programme (HYVP)যা New Agriculture Strategy-র পরিপূরক। এই নীতির অধীনে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহারের সাথে সাথে অধিক পরিমাণে সার, কীটনাশক, সেচ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করে যা ভারতীয় অর্থনীতিতে সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত।এই নীতি গ্রহণের ফলে ভারত খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা লাভ করে। অধ্যাপক Rao, (1996) যথাযথ বলেছেন যে এই সময়ে গবেষণা, সম্প্রসারণ, ইনপুট সরবরাহ, ঋণ, বিপণন, মূল্য সমর্থন এবং প্রযুক্তির বিস্তার নীতিনির্ধারকদের কাছে মূল বিষয় হয়ে ওঠে অন্যদিকে কৃষির সংস্কার বা পরিকাঠামোর সংস্কারের বিষয়গুলির গুরুত্ব আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে।

এছাড়াও এই সময়ে যে সকল কৃষিনীতি গৃহীত হয়েছিল তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সবুজ বিপ্লব কে কৃষির সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে এই পর্যায়ে গৃহীত অন্যান্যআ নীতিগুলি হল

১) 1973 – এ Marginal Farmer and Agriculture Labor Agency (MFALA) গঠন করা হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করার জন্য যাতে তারাও আধুনিক প্রযুক্তির ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের অংশীদার হতে পারে।

২) উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার কে জনপ্রিয় করা এবং তাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 1974 সালে Minikit Programme for Rice, Wheat and Coarse Cereals নীতি গৃহীত হয়। সবুজ বিপ্লব মূলত গমের ক্ষেতে সূচনা হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক কৃষক পরিবার ধান ও অন্যান্য শস্য যেমন জোয়ার বাজরা রাগি ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এইসব ক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের বৃদ্ধির জন্যই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল

৩) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সমস্যাগুলির অনুসন্ধান এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ঠিকমতো প্রান্তিক চাষীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা জানার জন্য 1974 সালে Small Farmer Development Agency গঠন করা হয়

৪) HYV প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করে। তাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের এই নতুন প্রযুক্তির প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সেই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অর্থের যথাযথ সংস্থান করার উদ্দেশ্যে 1975 সালে Agriculture Refinance and Development Corporation গঠন করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়

এই সময়ে গৃহীত নীতিগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল সবুজ বিপ্লব কে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল এর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সবুজবিপ্লব ঘটেছিল তা শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটি মূলত উৎপাদনের গমের উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় কিভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে আমরা একই রূপে সবুজ বিপ্লব ঘটাতে পারি। ভারতীয় কৃষিতে এই পর্যায় 1980-এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়। এই সময়কাল্ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কৃষি বৈচিত্র্যকরণ বৃদ্ধি একটি যার ফলে দুধ, মৎস্য, হাঁস-মুরগি, শাকসবজি, ফল ইত্যাদির মতো অকৃষিজাত উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায় যা 1980-এর দশকে (Chand, 2003)) কৃষি জিডিপির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই সময়ে কৃষিখাতে ভর্তুকি এবং সহায়তার যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষির পরিকাঠামো তৈরীর জন্য জন্য কৃষিতে সরকারি ব্যয় প্রকৃত মেয়াদে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।উল্টোদিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে(Mishra and Chand, 1995; Chand, 2001))। এই পর্যায়ে সরকারও বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা গঠন করে বলে কৃষিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় অগ্রসর হয়েছে। সবুজ বিপ্লব কে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই পর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সরকারি নীতি হলো-

১) নারিকেলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এবং সম্ভাব্য অপ্রচলিত এলাকা নারিকেল উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য 1981 সালে Coconut Development Board গঠন করা হয়।

২) 1982 সালে National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)গঠন। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের গুরুত্ব ভারত সরকারের কাছে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই স্পষ্ট ছিল। ভারত সরকারের অনুরোধে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)কৃষিতে এই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখার জন্য, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটিটি 30 মার্চ

1979 তারিখে ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য শ্রী বি. শিবরামনের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল।কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 1982 সালে ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD) গঠন করা হয়েছিল।এটি ARDC-কে প্রতিস্থাপন করে। এই সংস্থার মাধ্যমে ক্রমাগত কৃষিতে ঋণের ব্যবস্থা করে সবুজ বিপ্লবের পরিষর বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় এবং আধুনিক কৃষিতে যে অধিক অর্থের প্রয়োজন তার যোগানের মাধ্যমে কৃষিক্ষেতের উন্নয়নে সাম্যতা আনার চেষ্টা করা হয়।

৩) ঋণ ছাড়াও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিকল্পনা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য 1983সালে Farmer Agriculture Service Centres (FASC) গঠন করা হয়। এর সাহায্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন কোন সময় বীজ রোপন হবে কোন রোগে কি কীটনাশক প্রয়োগ করা হবে কিভাবে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে জানানো হয়।

৪) তৈলবীজ এবং উদ্ভিজ্জ তেল শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত কৃষির জন্য 1984 সালে National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board গঠন করা হয়।ভারতবর্ষ এখনো ভোজ্যতেলের অন্যতম আমদানিকারক দেশ। কিভাবে ভারতে ভোজ্যতেলের উৎপাদন, সংরক্ষ্ তেল নিষ্কাশন, গবেষণা, বাজারীকরণ ইত্যাদি করা যাবে তার দেখাশোনার দায়িত্ব এই বোর্ডের হাতে অর্পণ করা হয়।শুধু তাই নয় কিভাবে ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষকে স্বনির্ভর করা যায় তার পরিকল্পনার দায়িত্বও এই সংস্থার হাতে অর্পিত হয়েছে।

৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য, 1985 সালের খরিফ থেকে কার্যকর একটি ব্যাপক ফসল বীমা প্রকল্প Comprehensive Crop Insurance Scheme দেশে চালু করা হয়েছিল। প্রকল্পে অংশগ্রহণ ছিল স্বেচ্ছায় এবং রাজ্যগুলি এই স্কিমটি বেছে নিতে স্বাধীন ছিল। গম, ধান, বাজরা (ভুট্টা সহ), তৈলবীজ এবং ডাল চাষের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে শস্য ঋণ নেওয়া সমস্ত কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় কভারেজের জন্য যোগ্য ছিল।

৬) দেশে ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্যে 1986 সালে National Pulses Development Project এর সুচণা করা হয়।

৭) প্রথমবার ভারতে কৃষি-অর্থনীতির সমস্ত প্রধান দিকগুলিকে আলোচনা করার জন্য 1990 সালে ভানু প্রতাপ সিং-এর সভাপতিত্বে High Power Committee গঠিত হয়েছিল। এটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার বিভিন্ন দিকনির্দেশ দিয়েছিল। কমিটি প্রথমবারের মতো উল্লেখ করে যে কৃষকরা প্রাথমিক উৎপাদক এবং বাজার নির্মাতা (Market Maker) এবং তারা ভোক্তাদের প্রভাবিত করে। তাই কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং এইভাবে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে কৃষকদের উৎপাদন ও বাজারের অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এটি স্টোরেজ, পরিবহন এবং বিতরণ ব্যবস্থার উপরও জোর দেয় এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যয় হ্রাস করার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেয়। কমিটি আরও নির্দেশ করে যে যাদের ভর্তুকি প্রকৃত প্রয়োজন তাদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সহায়তা প্রদানের একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। সরকারেরও পর্যাপ্ত হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে প্রয়োজনের সময়ে, সরকার উৎপাদক বা ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসতে পারে। সর্বোপরি, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির (1990) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল

সম্ভবত অভাবের বছরগুলি ছাড়া পণ্যের চলাচল, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সমস্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নেওয়া।

৮) দরিদ্র কৃষক গ্রামীণ কারিগর তাঁতি ও অন্যান্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিশেষত যারা ঋণ ও দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আটকা পড়েছে তাদের জন্যে 1990 সালে Agricultur and Rural Debt Relief Scheme এর ঘোষণা করা হয়।নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও শর্ত সাপেক্ষে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, বয়ন এবং অন্যান্য গ্রামীণ কারুশিল্পে নিযুক্ত সকল ঋণগ্রহীতাদের জন্য 10,000 টাকা অতিরিক্ত সুদ মুকুব করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

চতুর্থ পর্যায়

1990 এর দশকে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। আমরা আমাদের অর্থনীতিকে লাইসেন্সের জাল হতে মুক্ত করে উদারিকরনের পথে পা বাড়ায়। ফলে একদিকে আমাদের কৃষিপণ্য যেমন বিদেশের বাজারে বিক্রির সুযোগ পায় তেমনি বিদেশি সস্তা পণ্য ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে।উদারীকরণ নীতির জন্য একদিকে যেমন কৃষিতে ভর্তুকি পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকে ফলে দেশজ কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় ঠিক উল্টোদিকে বিভিন্ন সস্তা বিদেশি কৃষিদ্রব্য ভারতে প্রবেশ করায় ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি কে গভীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই অবস্থায় শুধু ভারতীয় কৃষি নয় যে বৃহত্তর জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের সুরক্ষার জন্য সরকারকে বিভিন্ন রকম নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

১) Oil Palm Development Programme প্রথম থেকেই ভারত ভোজ্যতেলের অন্যতম আমদানিকারক দেশ এই তেল শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার হয় তা নয় বিভিন্ন প্রসাধনী ডাকবে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে এমনই এক ভোজ্যতেল হল পাম তেল উদ্দেশ্যে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 1992 সালে Oil Palm Development Programme গ্রহণ করা হয়।

2) Accelerated Maize Development Programme- এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের 100% তহবিল দ্বারা পরিচালিত পরিকল্পনা যার সাহায্যে মূলত এসসি এসটি এবং ওবিসিদের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত চাষীদের ভুট্টা উৎপাদনের জন্য অর্থের সংস্থান, কীটনাশক ও উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োগের বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়াও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ভুট্টা উৎপাদনের আগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয।

৩) Kisan Credit Card(KCC)কৃষিঋণের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ১998 সালে নাবার্ড কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের প্রয়োজনমতো স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

৪) Intensive Cotton Development Programme (ICDP),২০০০ – এটি কেন্দ্রীয়সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সমগ্র প্রকল্পটি চারটি ক্ষুদ্র প্রকল্পে ভাগ করা হয়।এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে তুলার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত তুলার মানের উন্নয়ন ঘটানো।এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য উন্নতমানের তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই

প্রকল্পের অধীনে ভাবা হয়েছিল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তুলা উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার কমানো গেলে উৎপাদন ব্যয় কমবে ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত সহজে তুলা রপ্তানি করতে পারবে।

৫) Natinal Agricultural Policy(2000)- নিওলিবারেল অর্থনীতির যুগে একটি ব্যাপক কৃষিনথি তৈরির প্রচেষ্টা 1999 সালে শুরু হয়েছিল। তবে অস্থিতিশীল সরকারের কারণে এই নীতিগত দলিল কখনোই সংসদে আলোচনায় আসতে পারেনি। শুধুমাত্র 2000 সালে, প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় কৃষি নীতি (NAP) সংসদে উত্থাপিত হয় এবং পরবর্তীকালে এটি অনুমোদন পায়। ন্যাপের বহু উদ্দেশ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এটি গ্রামীণ অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, মূল্য সংযোজন অনুমোদন, কৃষি-ভিত্তিক ব্যবসার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা, গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত জীবনযাত্রার মান সুরক্ষিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য যা NAP অর্জন করতে চেয়েছিল তা হল গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করা এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের কারণে উদ্ভূত নতুন ধারার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। তদুপরি, চাহিদা-চালিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভূত অনিষ্টগুলির বিরুদ্ধে ঢাল তৈরি করতে ন্যাপও যথেষ্ট আশাবাদী ছিল। এর মাধ্যমে কৃষি রপ্তানিকে সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে করেছিল। এটি ভারতীয় কৃষি সেক্টরের জন্য পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই বৃদ্ধির পথকে উন্নীত করার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৬) Agricultural Produce Market Regulation Act(Development and Regulation) (২০০৩)-এটি ভারতীয় কৃষির বিশাল অব্যবহৃত বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে চিত্রিত করতে চেয়েছিল। এটি দ্রুত কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করা ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গুরুত্ব আরোপ করে। এই প্রকল্পটি কৃষি-ব্যবসার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৭) National Food Security Mission (NFSM ২০০৭)-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গম, চাল এবং ডালের মতো শস্যগুলির টেকসই ভিত্তিতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দেশ যেমন খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে তেমনি ভারতবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে

৮) Warehousing (Development and Regulation) Act 2007- এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের মানসম্পন্ন গুদাম পরিষেবার সুযোগ দেওয়া এবং কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয়ের জন্য অনুমোদন চাওয়া। এটি গুদামগুলির নিবন্ধনের ব্যবস্থা করে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ আলোচনা সাপেক্ষ অবহেলা, অসদাচরণ এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ধারকদের স্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যে পণ্যের গুণমান শংসাপত্র এবং গ্রেডিংয়ের ব্যবস্থা করে।একইভাবে অবকাঠামোগত এবং পদ্ধতিগত মান নির্ধারণ করে বৈজ্ঞানিক স্টোরেজ নিশ্চিত করার জন্য আইনটি প্রণীত হয়েছিল।

9) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna(২০১৬) - এটি একটি ফসল বীমা সংক্রান্ত প্রকল্প যার মূল উদ্দেশ্য ছিল হল কৃষকদের প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করা। এখানে কম অর্থের

বিনিময়ে অধিকাংশ কৃষকদের কৃষিবীমার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় যাতে কোন কারনে ফসল নষ্ট হলে তারা নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ পায়।এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এবং ফসল নষ্টের ক্ষতিপূরণের জন্য সেই বছরের বাজেটে 17600 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

১০) e-Nam(২০১৬)-ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট হল একটি সর্বভারতীয় ইলেকট্রনিক ট্রেডিং পোর্টাল। এই পোর্টালের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত মান্ডিগুলোকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হয় যাতে কৃষকরা যথাযথ দাম পায়।

১১) Krishonnati Yojana(২০১৭)-বাণিজ্যিকভাবে অর্গানিক চাষকে উৎসাহিত করার জন্য এই প্রকল্প গৃহীত হয়। এই জৈব চাষের ফলে পণ্যগুলি কীটনাশক মুক্ত হবে এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখবে।

১২) PM Kisan Samman Nidhi(২০১৮) – এটি একটি 100% কেন্দ্রীয় তহবিল দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প। এটি 1.12.2018 থেকে চালু হয়েছে।এই প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের প্রতি বছর 6,000/- টাকা তিনটি সমান কিস্তিতে আয়ের সহায়তা প্রদান করা হয় সমস্ত জমি ধারণকারী কৃষক পরিবারকে। রাজ্য সরকার প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে সহায়তার জন্য যোগ্য পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং তহবিল সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

ফলাফল ও মন্তব্য

এই নীতিগুলি গ্রহণের ফলে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ভারত খাদ্যদ্রব্যের আমদানিকারক দেশ হতে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। অর্থাৎ এই নীতির ফলে ভারতীয় কৃষির উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা উভয়ের বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

টেবিল – ১ ১৯৫০-৫১ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত দেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং চাষকৃত এলাকা

দ্রব্য	১৯৫০-৫১	২০২১-২২	গুণাত্মক বৃদ্ধি
খাদ্যদ্রব্য(মেট্রিক টন)	৫১	৩১৪	৬.২
সবজি এবং ফল (মেট্রিক টন)	২৫	৩৩৩	১৩.৩
দুধ (মেট্রিক টন)	১৭	২১০	১২.৪
ডিম (বিলিয়ন)	১.৮	১২২	৬৭.৮
মাছ (মেট্রিক টন)	০.৮	১৪.২	১৭.৮
নেট সোউন এলাকা (মি হে)	১৩০	১৪০	১.১
গ্রস ক্রপড এলাকা (মি হে)	১৫০	১৯৮	১.৩

সূত্রঃ https://icar.org.in/Indian-Agriculture-after-Independence.pdf retrive on 19/09/2021

এখানে দেখা যাচ্ছে ১৯৫০-৫১ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য সবজি ফল দুধ মাছ নেট সোউন এলাকা এবং গ্রস ক্রপড এলাকা সবেতেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকারি নীতির ফলে বিগত সাত দশকে যে কৃষির অুরপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তা নিম্নে কয়েকটি চিত্র পরিস্ফুট হয়-

চিত্র –১

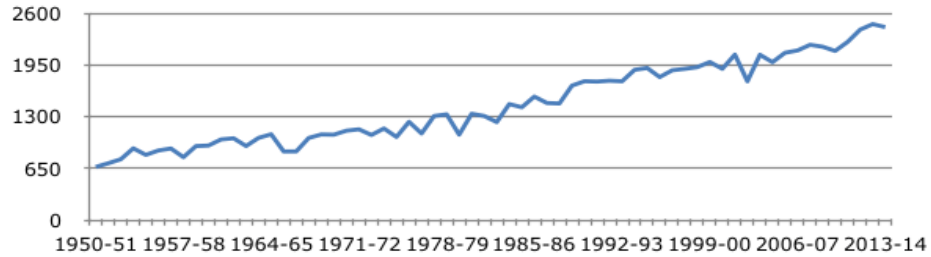

The yield of rice production in India (1950-2014).

সুত্রঃhttps://www.projectguru.in/agriculture-sector-india/ retrive on 20/09/2021

চিত্রে ধানের উতপাদনশীলতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে । ১৯৫০ সালে এক হেক্টর জমিতে মাত্র ৬৬৮ কেজি ধান উৎপাদিত হয়েছিল যা ২০১৪ সালে এক হেক্টরে ২৪২৪ কেজিতে উন্নীত হয়েছে।

চিত্র –২

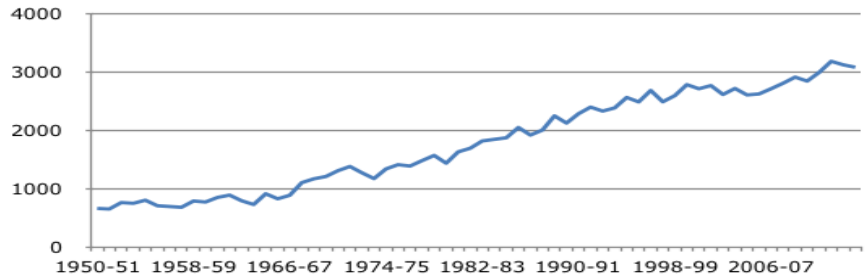

The yield of Wheat in India (1950-2014).

সুত্রঃhttps://www.projectguru.in/agriculture-sector-india/ retrive on 20/09/2021

২০১৪-১৫ সালে মোট ৮৮.৯৪ মিলিয়ন টন গম উৎপাদন করে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম গম উতপাদাক দেশে পরিণত হয়।১৯৬৬-৬৭ সালে এক হেক্টরে মাত্র ৮৮৭ কেজি গম উৎপাদিত হয়েছিল, যা সবুজ বিপ্লবের পরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখায়। ২০০৬-০৭ সালে এক হেক্টরে ৩০০০ কিলোগ্রামের বেশি গম উৎপাদিত হয়েছিল।সুতরাং বলা যায় সরকারি নীতি গুলি হলে ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রের প্রতি হেক্টর উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং সরকারি নীতি গুলি এই বৃদ্ধির মূল প্রথপ্রদর্শক।

REFERENCES:

১) Amarnath Tripathi & A.R. Prasad Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets Volume 1 Issue 1 November 2009-AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN INDIA SINCE INDEPENDENCE: A STUDY ON PROGRESS, PERFORMANCE, AND DETERMINANTS

২) Chand Ramesh (2003), "Government Intervation in Foodgrain Markets in the Changing Context", Policy Paper 19, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.

৩) *Indra Giri, 2016* -Overview of the agriculture sector in India since independence

৪) Oskam, A.; Meester, G.; Silvis, H.(2011) - EU policy for agriculture, food and rural areas 2011 pp.454 pp.

৫) T Mohapatra , PK Rout and H Pathak (2022)- Indian Agriculture: Achievements and Aspirations, Indian Agriculture after Independence, pp8